প্রথম আলো

তারিখ 24 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম 2

ছাত্রলীগে অস্ত্রধারীর পদায়ন

এভাবে ছাত্ররাজনীতি চলতে পারে না

নেতা হওয়া অবশ্যই যোগ্যতার ব্যাপার। ছাত্রলীগের কাছে সেই যোগ্যতার মানদণ্ড বদলে যাচ্ছে। খুন ও ডাকাতির মামলার আসামি, প্রকাশ্যে পিস্তল হাতে গুলিবাজির নায়ককে ছাত্রলীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে তারা প্রমাণ করেছে, সন্ত্রাসী হওয়াই আজকের ছাত্রনেতার প্রধান যোগ্যতা। এটি কেবল সংশ্লিষ্ট ছাত্রসংগঠনটির জন্য বিপজ্জনক নয়, ছাত্ররাজনীতির জন্যও ভয়াবহ দুঃসংবাদ।

রাজনীতির উচ্চ নম্বরের সিঁড়ির প্রথম ধাপ হলো ছাত্রসংগঠনের পদ। পদ ও ক্ষমতা সেখানে দুজনে দুজনার। যে ক্যাডার যতটা সন্ত্রাসী আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, দলের কাছে সে ততই 'নির্ভরযোগ্য' নেতা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এ রকমই এক উদীয়মান নেতা। উদয়ের প্রথমেই তাঁকে পাওয়া যায় দলীয় সহযোদ্ধাকে হত্যা মামলার আসামি হিসেবে। এর আগে এক ডাকাতির মামলায় তাঁকে আমরা পুলিশের অভিযোগপত্রে চিহ্নিত আসামি হিসেবে দেখতে পাই। খুনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তাঁকে বহিষ্কার করলেও কেন্দ্রীয় কমিটি তা প্রত্যাহার করে নেয়। সেই বহিষ্কৃত নেতাকেই এখন পুরস্কৃত করা হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতায়নেও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি আপত্তি জানায়নি।

স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্ররাজনীতিতে অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও হালে তা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও এ ধরনের বিতর্কিত ও সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে ঠাঁই পেয়েছেন। মাছের পচন ধরে তার মাথা থেকে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে হারে গণবিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেই হারে সংগঠনগুলোর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব কাঠামো সন্ত্রাসীদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

কঠিন সত্য হচ্ছে, সন্ত্রাসীদের কাছে ক্যাম্পাসগুলোকে জিম্মি করার এই আয়োজন চলতে পারছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। আমরা আশা করব, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবে এবং রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসন প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজি ও খুন-ডাকাতির আসামির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে। রাজশাহীতে ইসলামী ছাত্রশিবির সন্ত্রাস ও খুনখারাবি করছে, সেটি সবারই জানা। কিন্তু তার প্রতিকার কি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে অস্ত্রধারীদের প্রবেশ ঘটানো? এভাবে ছাত্ররাজনীতি চলতে পারে না।